দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 30 MAR 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নব্বই'র ছাত্রনেতারা কে কোথায়

স্টালিন সরকার

নব্বইয়ের সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের শীর্ষ নেতাদের অনেকেই আজ কোটিপতি। মন্ত্রী, এমপি হয়ে দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে কয়েকজন এখন কারাগারে রয়েছেন। আবার দেশে কিছু করতে না পেরে বিদেশ পাড়ি দিয়েছেন কয়েকজন। সেখানে জীবিকা নির্বাহের জন্য ৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

নব্বই'র ছাত্রনেতারা কে কোথায়

১২-এর পৃষ্ঠার পর

পত্রিকা বিক্রি করছেন। হোটেলবয়ের কাজ বেছে নিয়েছেন। অবশ্য কয়েকজন বিদেশ থেকে দেশে ফিরে এসে নতুন করে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের। ১৯৯০ সালের ১১ অক্টোবর এরশাদবিরোধী আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গঠন করা হয়। মূলত ডাকসু, ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, জাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট (খালেক), গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রলীগ (মাহবুব), ছাত্র মৈত্রী, জাতীয় ছাত্রলীগ, ছাত্র ফোরাম, ছাত্রকেন্দ্র, ছাত্রধারা, গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (প্রধান), বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ইত্যাদি ছাত্রসংগঠনের সমন্বয়ে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গঠন করা হয়। এসব সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ছাত্র আন্দোলনের সেই শীর্ষ নেতারা এখন কেমন আছেন? '৯০-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর গত ১৬ বছরে ঘটেছে অনেক ঘটনা। সে সময়ের শীর্ষস্থানীয় ছাত্রনেতাদের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, এমপি হয়েছেন। নব্বইয়ের ছাত্র আন্দোলনের নেতা ঢাকসুর সাবেক ভিপি আমানউল্লাহ আমান ঢাকা-৩ আসন থেকে তিনবার এমপি নির্বাচিত হন। বিগত জোট সরকারের আমলে প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে রয়েছেন। কেরানীগঞ্জ থানায় তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা হয়েছে। ডাকসুর সাবেক জিএস খায়রুল কবির খোকন অষ্টম জাতীয় সংসদের শেষদিকে উপনির্বাচনে নরসিংদী-১ আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি বিএনপি অঙ্গ সংগঠন যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার বিরুদ্ধে গুলশান থানায় চাঁদাবাজির মামলা হয়েছে। ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজিমুদ্দিন আলম সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের এমপি ছিলেন। ভোলা-৪ আসন থেকে তিনি এমপি নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি কোটিপতি বলে জানা যায়। সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক মিলন অষ্টম জাতীয় সংসদে এমপি ছিলেন। গাজীপুর-৩ আসন থেকে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ফজলুল হক মিলন কোটিপতি ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব বর্তমানে বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয়। নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে তিনি বিএনপিতে যোগদান করেন। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে পাবনা-৪ আসন থেকে নির্বাচন করে পরাজিত হন। সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছেন। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সহপ্রচার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জাসদ ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল হক প্রধান এখন জাতীয় রাজনীতিতে রয়েছেন। বর্তমানে তিনি জাসদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ১৪ দলীয় জোটের অন্যতম নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সাধারণ সম্পাদক শফি আহমেদ রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দলবদল করেছেন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগে যোগদান করে এখন একদফার আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন। গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুদ্দিন আহমেদ মনি জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছেন। বর্তমানে তিনি ডেমোক্রেটিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কিছু পোস্টার করে বিগত সরকারের শাসনামলে আলোচিত হন। সাধারণ সম্পাদক সালাহউদ্দিন তরুণ দেশে নানাভাবে ব্যবসা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে তিনি দেশ ত্যাগ করে চলে যান অস্ট্রিয়ায়। সেখানে তিনি কিছুদিন পত্রিকার হকারি করেন। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পত্রিকা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এখন তিনি একটি খাবার হোটেলে 'হোটেলবয়ের' চাকরি করছেন। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু ৯০-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর চলে যান সোভিয়েত ইউনিয়ন। নব্বইয়ের মাঝামাঝি সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেলে তিনি দেশে ফিরে এসে ব্যবসা শুরু করেন। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিএনপিতে যোগদান করেন। অষ্টম জাতীয় সংসদে দলের নমিনেশন পেতে ব্যর্থ হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জামালপুর-৩ আসনে নির্বাচন করেন। সামান্য ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হলে বিএনপির হাইকমান্ড তাকে জামালপুর জেলা কমিটির সভাপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়। সাধারণ সম্পাদক নাসিরউদ্দৌলা দেশে কিছু করতে না পেরে বিদেশ চলে গেছেন। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের (খালেক) সভাপতি মোস্তফা ফারুক ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টায় বিদেশ চলে যান। সাধারণ সম্পাদক বজলুল রশিদ ফিরোজ এখন বাসদের রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছেন। ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ফয়জুল হাকিম লালা পেশায় ডাক্তার। সাধারণ সম্পাদক এস এম জাহাঙ্গীর এখন ব্যবসা করছেন বলে জানা যায়। ছাত্রলীগের (মাহবুব) সভাপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ বেশ কিছুদিন আমেরিকায় ছিলেন। ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি জহির উদ্দিন স্বপন শ্রমিক মেহনতি মানুষের রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে বিএনপির রাজনীতিতে যোগ দেন। অষ্টম সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-১ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি পালিয়ে রয়েছেন বলে জানা যায়। সাধারণ সম্পাদক নূর আহমেদ বকুল বর্তমানে ওয়ার্কার্স পার্টির গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। জাতীয় ছাত্রলীগের সভাপতি জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু বাকশালী আদর্শ থেকে সরে এসে আওয়ামী লীগে যোগদান করেছেন। ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি এখন কোটিপতি। বিগত ৫ বছর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের সঙ্গে 'হাওয়া ভবন' সিন্ডিকেট ব্যবসা করে বিপুল অর্থের মালিক হয়েছেন।

ব্যাংক বীমারও পরিচালক হয়েছেন। বর্তমানে তিনি দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে বন্দি রয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক এস এম কামাল আওয়ামী লীগের সহসম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ছাত্র ফোরামের সভানেত্রী মোশরেফা মিশু বর্তমানে বেশ কয়েকটি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। তিনি গার্মেন্টস শ্রমিকদের একটি সংগঠনের অন্যতম নেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ছাত্র কেন্দ্রের মূল নেতা মিরাজুল ইসলাম আব্বাসী এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। তিনি জটিল কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে টাকার অভাবে চিকিৎসা করতে পারছেন না। সংগঠনের আহবায়ক নূরুল আমিন চাকরি করেন বলে জানা গেছে। ছাত্রধারার আহবায়ক আমিনুল হক গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের অন্যতম নেতা হিসেবে কাজ করছেন। গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আখতার সোবহান মাশরুর ডক্টরেট করেছেন এবং ওয়ার্কার্স পার্টির সঙ্গে রয়েছেন। সেক্রেটারী জেনারেল সুজাউদ্দিন জাফর ব্যবসা করছেন বলে জানা গেছে। ছাত্রলীগের (প্রধান) সভাপতি খন্দকার লুৎফর রহমান জাগপা থেকে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন। পরবর্তীতে জাতীয় পার্টি ত্যাগ করে গজাপা এবং বর্তমানে জাগপার রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক আসাদুর রহমান আসাদ জাগপার রাজনীতিতে থাকলেও ব্যবসা-বাণিজ্য করার চেষ্টা করছেন। বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কাশেম

তালুকদার আবু বর্তমানে কলেজের শিক্ষকতা করছেন বলে জানা গেছে।